যুগান্তর

তারিখ ০৫ APR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

স্কুল পরিদর্শনে চালু হচ্ছে ডিজিটাল ব্যবস্থা

মুসতাক আহমদ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ডিজিটাল পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থা চালু করছে সরকার। দেশের ৫টি উপজেলায় এ পদ্ধতির পরীক্ষামূলক ব্যবহার চলছে। আগামী জুলাই থেকে তা দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হবে। এর বাইরে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের হাজিরা নেয়ারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর যুগান্তরকে বলেন, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) মাধ্যমে অনলাইন স্কুল পরিদর্শন ব্যবস্থা আমরা চালু করেছি। গত কয়েক মাস ধরে এর পাইলটিং চলছে। এর থেকে যে ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হবে, তার আলোকে সফটওয়্যার হালনাগাদ করা হবে। এরপর আগামী অর্থবছর থেকে তা সারা দেশে বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীনে এখন শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা আছেন। কিন্তু সব শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে আসে কিনা, সে তথ্য আমাদের কাছে নেই। এর জন্য শিক্ষক আর কর্মকর্তাদের তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিষয়টি প্রামাণ্য করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তাদের হাজিরা গ্রহণের সিদ্ধান্ত আমাদের আছে। তবে বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। খুব শিগগিরই এ বিষয়ে আমরা একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাব।

ডিজিটাল পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, সরেজমিন স্কুল পরিদর্শন কার্যক্রম। এর অধীনে ক্লাস কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর বাড়ি-ভিজিটসহ অন্যান্য দিক উঠে আসবে। প্রত্যেক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (এইউইও) তার দায়িত্বে থাকা স্কুলগুলোতে গিয়ে ১৭টি মূল দিকসহ অন্যান্য দিক দেখবেন। এরপর স্কুলে বসেই ৫ পৃষ্ঠার একটি তথ্য ফরম পূরণ করবেন অনলাইনে। তিনি তা ডিপিই'র কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করবেন। সঙ্গে সঙ্গে তা ডিপিই'র ওয়েবসাইটেও চলে আসবে।

এইউইওরা যে ১৭টি দিক দেখবেন তা হচ্ছে, কর্মরত ও অনুপস্থিত শিক্ষক, ছুটির ধরন, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর বাড়ি-ভিজিট, শ্রেণী কার্যক্রম বা পাঠদান কেমন (৫টি দিক), ক্লাসে শিক্ষার্থীকে বোর্ডে অনুশীলন করানো হয় কিনা, পাঠদানে মানোন্নয়নে পরামর্শ। আরও আছে বার্ষিক সার্বিক পরিকল্পনা (৫টি), ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

স্কুল পরিদর্শনে চালু হচ্ছে ডিজিটাল ব্যবস্থা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয় কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি (৮টি দিক), ব্যবস্থাপনা কমিটি (৮টি দিক), সমাপনী পরীক্ষা, বিদ্যালয়ে সহপাঠ কার্যক্রম (শারীরিক কসরত, ক্রীড়া, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি), অভিভাবক সমাবেশ, স্কুলের পারিপার্শ্বিক দিক (৯টি), শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম সংক্রান্ত তথ্য, বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজের মান ও আগের পরিদর্শনকারীর পরামর্শ। বিদ্যালয়ের তথ্য, পরিদর্শনকারীর তথ্য এবং পরিদর্শনকারীর মতে প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতাসহ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশও থাকছে এই ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থায়।

বর্তমানে দেশের ৫টি উপজেলায় পাইলটিং চলছে। এগুলো হচ্ছে গাজীপুরের কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈর, মানিকগঞ্জের ঘিওর ও সাটুরিয়া এবং মেহেরপুর সদর। সংশ্লিষ্ট উপজেলার টিইও এবং এইউইওদের একটি করে ট্যাব দেয়া হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিদর্শন শেষে তথ্য সার্ভারে আপলোড করেন।

এ বিষয়ে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) শফিউল আলম জানান, 'আমার উপজেলায় পাইলটিং না হলেও বিষয়টি সম্পর্কে আমি জানি। এটি প্রবর্তন করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষক উভয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। এর ফলে শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটবে।' এই কর্মকর্তা জানান, এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ। কেননা, প্রত্যেক উপজেলায় ১২ জন করে এইউইও আছেন। তাদের সর্বোচ্চ ২টি করে ইউনিয়ন দায়িত্বে আছে। এ রকম একজন কর্মকর্তাকে মাসে ১২টি স্কুল পরিদর্শন করতে হয়। সেই হিসাবে তারা সপ্তাহে ৩টি করে স্কুলে যাবেন। হাতে ডিভাইস থাকলে বরং বাড়তি সুবিধা হবে, পরে এসে প্রতিবেদন লেখার ঝামেলা থাকবে না।

জানা গেছে, এই পদ্ধতি সারা দেশে বাস্তবায়নে শুধু 'ট্যাব' কিনতেই ২০ কোটি টাকা লাগবে। এছাড়া ৩ হাজার এইউইও, টিইও, উপজেলা ইন্সট্রাক্টরসহ প্রায় ৫ হাজার পরিদর্শন কর্মকর্তাকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের ইন্টারনেট চার্জ দেয়া হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পরিদর্শন বাড়লে একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তার অনৈতিক আয় বাড়ার আশংকা থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষকদের সোচ্চার হতে হবে। তাদের কাছে অনুরোধ, বিষয়টি টিইওকে জানাবেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, ঢাকায় পরিচালক এমনকি মহাপরিচালক বা মন্ত্রণালয়কে তারা যেন জানান।

ডিপিই'র একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রত্যেক স্কুল জিআইএসের (গ্লোবাল ইনফরমেশন সিস্টেম) অধীনে আনা হয়েছে। এ কারণে কোনো কর্মকর্তা যদি স্কুলে না গিয়ে অফিসে বসে পরিদর্শন কাজ করেন, তাহলে তিনি ধরা খেয়ে যাবেন। কেননা, তথ্য আপলোডের সঙ্গে সঙ্গে স্থান শনাক্ত হয়ে যায়।

আরেক কর্মকর্তা বলেন, ব্যবস্থাটি চালু হলে কেবল ১৭টি মূল দিকই বেরিয়ে আসবে না, এইউইওদের কর্মফাঁকিও বন্ধ হবে। তাদের সরেজমিন যেতে হবে। আর একজন পরিদর্শক যখন স্কুলে যাবেন, তখন স্কুলের লেখাপড়া, পারিপার্শ্বিকতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত হতে বাধ্য।

জানা গেছে, ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থায় অনলাইন প্রতিবেদন এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, সচিব, ডিপিই মহাপরিচালকসহ অ্যাডমিন হিসেবে নির্দিষ্ট যে ক'জন আছেন কেবল তারা চাইলেই তা দেখতে পারবেন। তবে একসময় তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে বলে ডিপিই'র এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।